|  |
| --- |
| **যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব সমাজ। বিপুল এ জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নের জন্য মূল্যবান সম্পদ। যুব সমাজ সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম শক্তি হওয়ায় তাদের কর্মস্পৃহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যুবদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, আধুনিক বিশ্বে ‘ক্রীড়া’ দেশের সার্বিক উন্নয়নের বার্তা বহন ও সুনাম অর্জনের অন্যতম মাপকাঠি। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্রীড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জেন্ডার সমতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ক্রীড়ার ভূমিকা অপরিসীম। সুপরিকল্পিত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব। ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে নারীর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি সঞ্চার হয়। এভাবে নারী ক্ষমতায়নের পথ প্রসারিত হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল সক্ষম নাগরিক যেন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

যুবদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ এবং সফল যুব উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান ও যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদানে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ, গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়া পরিবেশ সৃষ্টি ও দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরিকরণে এ মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, বাংলাদেশের প্র্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় যুব নীতি-২০১৭ এবং জাতীয় ক্রীড়া নীতি-১৯৯৮ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে যুব সমাজকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নীতি কৌশলে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবদের শারীরিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নারীর জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুবমহিলাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার নিমিত্ত সরকারের নারীর ক্ষমতায়ন কৌশল ও নীতি বাস্তবায়নসহ জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের জন্য যুবনারীকে সক্ষম করে গড়ে তোলায় এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল বিভাগীয় শহরে ক্রীড়া কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সকল ধরনের খেলায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জাতীয় যুব নীতিতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি নাগরিক যুব বলে গণ্য। এছাড়াও জাতীয় যুব নীতি-২০১৭-এর ৮.৩.২১ নম্বর অনুচ্ছেদে যুবনারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ১০.৪.৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাজের সর্বত্র যুবনারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ১০.৪.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে সব ধরনের পরিবহণে যুবনারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া নীতিকে নারীবান্ধব নীতি হিসেবে প্রণয়নের প্রয়াস নিয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালা-১৯৯৮ এর ২.৩ ও ২.১০ নম্বর অনুচ্ছেদে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠন এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ৮৫ | ৬৯ | ১৬ | 18.8 |
| যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | ৫,১৯১ | ৪,৫০৪ | ৬৮৭ | 13.2 |
| ক্রীড়া পরিদপ্তর | ৪১২ | ৩৫৫ | ৫৭ | 13.8 |
| জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৪৬৪ | ৪০২ | ৬২ | 13.৪ |
| বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) | ৩৩৪ | ৩০৪ | ৩০ | ৯ |
| শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ২ | ২ | - | - |
| বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন | ৩ | ৩ | - | - |
| **মোট :** | **৬,৪৯১** | **৫,৬৩৯** | **৮৫২** | **13.1** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| **বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও কর্মসংস্থান**  | মধ্যমেয়াদে প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে কমপক্ষে ৪৮,১৫০ জন যুব মহিলার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ৫ লক্ষ যুব মহিলার হাউজ কিপিং, সেলাই, গবাদি পশু পালন, নার্সারি, ব্লক-বাটিক ও প্রিন্টিং, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশিকাঁথা, ফ্যাশনেবল কম্বল তৈরি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সু-মেকিং ও হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং সমাজে স্থিতিশীলতা ও বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।  |
| বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের অনুদান প্রদান | তৃণমূল পর্যায় হতে নারী ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বিগত তিন বছরে ১,৫৪৭ জন বয়স্ক ও দুস্থ নারী ক্রীড়াবিদকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ক্রীড়া অনুদান ও খেলার সরঞ্জাম বিতরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করছে।  |
| স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মহিলা দলের অংশগ্রহণ যুব মহিলাদের মাঝে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা অংশগ্রহণ করে বিদেশ ভ্রমণ করছে। যা নারীর নিজের এবং তার পরিমণ্ডলে নারী মুক্তি ও জাগরণে ধনাত্মক প্রভাব ফেলছে। |
| যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন | যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে নারীদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কেন্দ্র দক্ষ মহিলা ক্রীড়াবিদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। সমাজে নারীদের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **১.** | **ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ** | **%** | **50** | **৪৭** |  |
| **২.** | **স্নাতক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ** | **%** | **17.0** | **১৮.৫** |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় বিগত তিন বছরে 2019-20, 2020-21 ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪১,০৮৪ জন যুব মহিলাদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া 2019-20, 2020-21 ও ২০২১-২২ অর্থবছরে হাউজ কিপিং বিষয়ে 397 জন যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যারা সকলেই বিদেশে কর্মরত আছে। এছাড়া ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনের মধ্যে ১,২১০টি ও নিবন্ধন/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬,১৭৪টি যুব সংগঠনের মধ্যে ৬২০টি যুব সংগঠন নারী দ্বারা পরিচালিত এবং এসব সংগঠন নারী অধিকার বিষয়ে কাজ করছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন’ এবং ‘বিকেএসপি’র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কারণে মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক অর্জনে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে আমাদের সমাজের নারীদের বড় একটি অংশ গৃহকর্মের বাইরে অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ত হতে অনাগ্রহী;
* সমাজে বিদ্যমান বাল্যবিবাহের প্রবণতা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নারী সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ; এবং
* শিক্ষার অভাব, পুরুষ সহকর্মী বা ব্যবসায়িক অংশীদারদের আস্থাহীনতা, অসহযোগিতা বা সংকোচ নারী উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুবনারীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ;
* বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ মাদকদ্রব্যের কুফল ও এর অপব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনে যুবনারী সংগঠনকে প্রণোদনা প্রদান এবং আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিকরণ;
* ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
* ক্রীড়াঙ্গনে নারীর জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান এবং বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করতঃ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও ‍পুরস্কার প্রদান করা; এবং
* প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ (ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম, ডে-কেয়ার প্রভৃতি)।